কিয়ামের প্রকারভেদ ঃ

কিয়ামের নীতিমালা

কিয়াম অর্থ সোজা হয়ে দাঁড়ানো। কিয়াম কয়েক প্রকার। যথা (১) কিয়ামে মুবাহ্ (২) কিয়ামে ফরয (৩) কিয়ামে সুন্নাত (৪) কিয়ামে মোস্তাহাব (৫) কিয়ামে মাকরূহ (৬) কিয়ামে হারাম। প্রত্যেক প্রকারের কিয়াম চেনার নীতিমালা নিম্নরূপ ঃ

১। **মুবাহ কিয়াম ঃ** দুনিয়াবী প্রয়োজনে কিয়াম করা (দাঁড়ানো) মুবাহ্ বা জায়েয। যেমন দাঁড়িয়ে কাজ করা। আল্লাহপাক বলেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ–

অর্থাৎ– **"যখন তোমরা নামায থেকে অবসর হবে– তখন জমীনে রিযিকের তালাশে ছড়িয়ে পড়ো"**। এখানে জমিনে ছড়িয়ে পড়ার জন্য দাঁড়ানো শর্ত। দাঁড়ানো ছাড়া ছড়িয়ে পড়া সম্ভবই নয়। তাই এই দাঁড়ানোর নির্দেশটি হলো– মুবাহ।

২। **ফরজ কিয়াম ঃ** পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং ওয়াজিব নামাযে কিয়াম করা ফরয। এই কিয়ামটি হচ্ছে আল্লাহর সম্মানে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

অর্থাৎ **"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তাঁর সম্মানে বিনয় সহকারে দাঁড়িয়ে যাও"**। দাঁড়ানোর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কেউ ফরয ও ওয়াজিব নামাযে না দাঁড়িয়ে বসে বসে নামায পড়লে নামায হবে না। সুতরাং এই কিয়াম নামাযের মধ্যে ফরয।

৩। **সুন্নাত কিয়াম ঃ** কয়েকটি বিষয়ে কিয়াম করা সুন্নাত। যেমন ঃ

(ক) ধর্মীয় সম্মানীত বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো সুন্নাত। যেমন যমযমের পানি ও ওযুর অবশিষ্ট পানি পান করার সময় কিয়াম করা সুন্নাত।

(খ) রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক যিয়ারতের সময় নামাযের মত নাভিতে হাত বেধে কিয়াম করা বা দাঁড়িয়ে যিয়ারত করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে–

www.sunnibarta.com

وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِى الصَّلٰوةِ وَيُمَثِّلُ صُوْرَتَهُ الْكَرِيْمَةَ كَأَنَّهُ نَائِمٌ فِىْ لَحْدِهِ عَالِمٌ بِهِ يَسْمَعُ كَلَامَهُ (عَالَمْگِيْرِىْ كِتَابُ الْحَجِّ أَدَابُ الزِّيَارَةِ)

অর্থাৎ ঃ "যিয়ারতকারী রওযা পাকের সামনে মুখ করে এভাবে দাঁড়াবে– যেভাবে সে নামাযে দাঁড়ায়। আর হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্বাকে এভাবে ধ্যান করবে যে, তিনি আপন রওযা পাকে শুয়ে আরাম করছেন, যিয়ারত কারীকে চিনছেন এবং তার কথা শুনছেন"। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খন্ড কিতাবুল হজ্বঃ যিয়ারতের আদব অধ্যায়)।

(গ) অনুরূপভাবে মুমেনীনদের কবর যিয়ারতের সময় ক্বিবলার দিকে পিছন দিয়ে কবরকে সামনে রেখে দাঁড়ানো সুন্নাত। এখানেও কিয়াম করা সুন্নাত। এ বিষয়ে ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে ঃ

يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ ثُمَّ يَقِفُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلاً لِوَجْهِ الْمَيِّتِ.

অর্থাৎ ঃ যিয়ারতকারী জুতা খুলে ক্বিবলার দিকে পিঠ দিয়ে মৃত ব্যক্তির চেহারার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে"। এই কিয়ামটিও সুন্নাত। (ফতোয়া আলমগীরী কিতাবুয যিয়ারত)। এতে প্রমানিত হলো যে, নবীজীর রওযা মোবারক, যমযম ও ওযুর পানি, মুমিনদের কবর ইত্যাদি– সম্মানীত স্থান ও বস্তু। তাই এগুলোর সম্মান কিয়ামের মাধ্যমে সম্পাদন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(ঘ) যখন কোন ধর্মীয় নেতার আগমন হয়– তখন তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো সুন্নাত। অনুরূপভাবে তিনি যতক্ষণ দাঁড়ানো থাকবেন, ততক্ষণ সকলেরই দাঁড়িয়ে থাকা সুন্নাত। বসে থাকা বেআদবী ও খেলাফে সুন্নাত। যেমন– বুখারী শরীফ কিতাবুল জিহাদ বাবুল আসরা ও বাবুল কিয়াম অধ্যায় পৃষ্ঠা-৪০৩ উল্লেখ রয়েছে ঃ

"হযরত সাআদ ইবনে মাআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমনে মদিনার আনসারগণকে তাঁর সম্মানে দাঁড়ানোর জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত সকল আনসারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা, হযরত সাআদ (রাঃ) ছিলেন তাঁদের নেতৃস্থানীয় সর্দার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। এই কিয়ামটি ছিল তা'জীমী কিয়াম বা সম্মানের কিয়াম। এই কিয়াম সুন্নাত। হাদীস দ্বারাই এই সুন্নাত কিয়াম প্রমাণিত।

www.sunnibarta.com

হাদীস দ্বারা কিয়াম করা সুন্নাত প্রমাণিত

১নং হাদীস ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَضَى الْحَدِيْثُ بِطُوْلِهِ فِىْ بَابِ حُكْمِ الْاُسَرَاءِ.

অর্থাৎ ঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করেন ঃ মদিনার একটি ইহুদী সম্প্রদায়- বনু কুরাইযা হুযুর (দঃ) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনা আক্রমন করার অপরাধে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে আত্মসমর্পনের উদ্দেশ্যে যখন হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ)-এর বিচার মেনে নিতে রাজী হলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাআদকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী স্থানে তাবুতে ছিলেন। হযরত সাআদ (রাঃ) গাধার পিঠে করে আসলেন। যখন তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন- তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপস্থিত মদিনাবাসী আনসারগণকে লক্ষ্য করে বললেন- "তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও"। (বুখারী ও মুসলিম এবং মিশকাত বাবুল কিয়াম পৃষ্ঠা- ৪০৩)। ইয়াহুদীদের আত্মসমর্পনের বিচারকার্যের বিশদ বিবরণ বুখারীর যুদ্ধবন্দী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে।

বর্ণিত হাদীসে যা বলা হয়েছে- তা নিম্নরূপ ঃ

১। ইহুদী সম্প্রদায় ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের সময় হুযুরের সাথে পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের অনুপস্থিতিতে মদিনা আক্রমণ করে বসে। কিন্তু হুযুরের ফুফু হযরত সুফিয়া (রাঃ)-এর অসম সাহসিকতায় কয়েকজন ইহুদী নিহত হয়ে তাদের মৃতদেহ প্রাচীরের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হলে বনু কোরাইযারা পলায়ন করে।

২। খন্দকের যুদ্ধ শেষে হুযুর (দঃ) অবিলম্বে মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত বনু কোরাইযার দূর্গ ঘেরাও করেন। দীর্ঘ ২৫ দিনের অররোধের পর নিরূপায় হয়ে তারা আত্মসমর্পণে রাজী হয়। কিন্তু বিচারকার্যের জন্য তারা নবীজীকে না মেনে

www.sunnibarta.com

তাদেরই এককালীন আত্মীয় মদিনার আউছ গোত্রের সর্দার হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) কে বিচারক মেনে নেয়ার দাবী জানায়। হুযুর (দঃ) এতে রাজী হন। ঐ বিচারে তাদের যুদ্ধক্ষম ৭০০ পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয় এবং ধন-সম্পদ সরকারী বাইতুল মাল-এ জমা করা হয়।

৩। মসজিদে নববীতে বিচারকার্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর হুযুর (দঃ) হযরত সাআদের কাছে সংবাদ পাঠান।

৪। অসুস্থ সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) তাবু হতে গাধার পিঠে আরোহণ করে হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁর অবস্থান ছিল মসজিদে নববীর অতি নিকটে। তিনি খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তাই গাধার পিঠে করে আসলেন। একজন নার্স তাঁর সেবা করছিলেন তাবুতে। (মিশকাত হাশিয়া)

৫। যখন সাআদ (রাঃ) মসজিদে নববীর কাছাকাছি পৌঁছলেন– তখন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁকে সভাস্থলে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য মদিনাবাসী আনসারগণকে হুযুর (দঃ) নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ "তোমরা সব আনসারগণ তোমাদের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও এবং তাঁকে অবতরণ করতে সহযোগিতা করো"।

উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে বিবেচ্য বিষয় বা (مَقَامِ اِسْتِشْهَادْ) হলো "সম্মানার্থে দাঁড়ানো"। বর্ণিত হাদীসে قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ বাক্যের মধ্যে প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। قُوْمُوْا اِلٰى -এর অর্থ সম্মানার্থে, সাহায্যার্থে দাঁড়ানো– উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য কিয়ামের উদ্দেশ্যও হচ্ছে প্রধানতঃ সম্মানার্থে দাঁড়ানো, দ্বিতীয়তঃ সাহায্যার্থে। আল্লামা ইবনে কাছির তার বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে اِلٰى سَيِّدِكُمْ -এর পরিবর্তে لِسَيِّدِكُمْ وَخَيْرِكُمْ বাক্য উদ্ধৃত করেছেন (বেদায়া ও নেহায়া ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা-১২৩)। এর অর্থ হলো– "হে আনসারগণ তোমরা তোমাদের সম্মানীত নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও"। এতেই আরোও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, اِلٰى অর্থ সম্মানার্থে ও সাহায্যার্থে হলেও এখানে সাহায্যার্থে নয়– বরং সম্মানার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, একই রাবীর অন্য রেওয়ায়াতে اِلٰى سَيِّدِكُمْ -এর

www.sunnibarta.com

পরিবর্তে لِسَيِّدِكُمْ এসেছে। আর "লাম মাজরুর" ব্যবহৃত হয় সম্মান ও তাজীমের জন্য। অতএব এক রেওয়ায়াতে দুই অর্থবোধক اِلٰى শব্দ থাকলেও অন্য রেওয়ায়াতে ل মাজরুর পরিস্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে– "আনসারদের উক্ত কিয়ামটি ছিল তাজীমী কিয়াম" এবং হুযুর (দঃ)-এর নির্দেশও ছিল তাজীমী কিয়ামের জন্য। সুতরাং অত্র হাদীস দ্বারা এবং اِلٰى ও ل মাজরুর যুক্ত ইবনে কাছিরের উভয় রেওয়ায়াত দ্বারা পরিস্কারভাবে প্রমানিত হলো যে– তাজীমী কিয়াম করা সুন্নাত।

সন্দেহ সৃষ্টি ঃ

কিয়াম বিরোধীরা বলে– এখানে "রোগীর সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কিয়াম করার জন্য নবীজী সব আনসারদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন"। দেওবন্দীদের এই অপব্যাখ্যার আর কোন অবকাশ নেই। তারা বলে– ঐ কিয়ামের নির্দেশ নাকি নবীজী সাহায্যের জন্য দিয়েছিলেন– তাদের এই ব্যাখ্যা ভুল। ইবনে কাছিরের ব্যাখ্যাই সঠিক। আনসারগণের কিয়াম ছিল সম্মানার্থে– সাহায্যের জন্য ছিলনা। কেননা, হুযুর (দঃ) বলেছেন। قُوْمُوْا তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাও। রোগীর সাহায্যের জন্য সকল আনসারের দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিলনা। কতিপয় আনসারই যথেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু হুযুর (দঃ) সবাইকে দাঁড়িয়ে যেতে বলার মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়– ঐ নির্দেশ ছিল সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। আবার বলেছেন– اِلٰى سَيِّدِكُمْ তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে। "নেতা"– শব্দ দ্বারাই বুঝা যায় যে, নেতার সম্মানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর জন্যই হুকুম ছিল। রোগীর উদ্দেশ্যে নয়। রোগীর সাহায্যার্থে হলে এরূপ বলতেন– قُوْمُوْا اِلٰى مَرِيْضِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রোগীর সাহায্যার্থে দাঁড়াও। ওহাবীরা اِلٰى শব্দটি দ্বারা বুঝাতে চায় যে, উক্ত কিয়ামটি ছিল রোগীর সাহায্যার্থে। তারা اِلٰى سَيِّدِكُمْ শব্দটি দেখলো– কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত لِسَيِّدِكُمْ শব্দটি দেখলনা কেন? তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয়– আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন–اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا (যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা করবে– তখন ওজু করে নাও)। এখানেও তো اِلٰى শব্দটি আছে। এক্ষেত্রে তারা কি ব্যাখ্যা দিবে? এখানে তো নামাযের জন্য দাঁড়ানোর কথা আছে। اِلٰى অর্থ যদি সাহায্য হয়– তা হলে নামায কোন্ রোগী হলো যে, তার সাহায্যার্থে দাঁড়াতে হবে? তদুপরি হযরত সাআদ (রাঃ) রোগী হলে দুই তিনজনকে নির্দেশ করতেন এবং বলতেন– قُوْمُوْا اِلٰى

www.sunnibarta.com

مَرِيْضَكُمْ রোগীর সাহায্যার্থে দাঁড়াও। তা না করে নেতা উল্লেখ করে সমস্ত আনসারকে নির্দেশ দেয়ার মধ্যেই তাজীমী কিয়ামের প্রমান পাওয়া যায়। মক্কার মুহাজিরগণকে তিনি দাঁড়াতে বলেন নি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়– যারা কিয়াম বিরোধী– তারা এই হাদীস খানার অপব্যাখ্যা করে হযরত সাআদের রোগের বাহানা দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে এবং অল্প শিক্ষিত অথবা দুর্বল আলেমদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিচ্ছে। এসব দেওবন্দী এবং ওহাবী ধোঁকাবাজী থেকে আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেন– "হযরত সাআদের আগমনে আনসারগণকে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করানোর মধ্যে এই হিকমত নিহিত ছিল যে, যেহেতু তিনি ছিলেন ঐ দিন বিচারপতির আসনে আসীন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার প্রধান ব্যক্তি। তাই তাঁর মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করাই যুক্তিযুক্ত ছিল"। (আশিআতুল লোমআত ফারসী– শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী)।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভীর আরও মন্তব্য লক্ষ্য করুন ঃ

"اجماع کرده اند جماهیر علماء باین حدیث در اکرام اهل فضل از علم باصلاح یا شرف– ونووی گفته که این قیام مر اهل فضل را وقت قدوم اَوردن ایشان مستحب است واحادیث درین باب ورود یافته– ودر نهی ازان صریحا چیزے صحیح نه شده– ازقنیه نقل کرده که مکروه نیست قیام جالس از برائے کسی که درآمده است بروے بجهت تعظیم".

অর্থ ঃ "হযরত সাআদ (রাঃ)-এর সম্মানার্থে মদিনা শরীফের আনসারগণকে দাঁড়ানোর নির্দেশ" সম্বলিত হাদীসের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম ও হাদীস বিশারদগণ হাক্কানী ওলামাদের তাজীম করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মোসলেম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা নবভী (রহঃ) বলেছেন– বুযুর্গ ব্যক্তিদের আগমনকালে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত

www.sunnibarta.com

হয়েছে। কিন্তু তাদের সম্মানে দাঁড়ানোর ব্যাপারে নিষেধমূলক কোন স্পষ্ট বর্ণনা বা হাদীস পাওয়া যায় না। কুনিয়া নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি আছে যে, "বসা অবস্থার কোন ব্যক্তি আগত কোন ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ালে মাকরূহ হবেনা" (আশিয়াতুল লোমআত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী)। কিয়াম বিরোধীরা শেখ দেহ্লভী সাহেবের ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে নিজেরা মনগড়া ব্যাখ্যা করে।

২নং হাদীস ঃ

সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবীজীর সম্মানে সাহাবাগণের দাঁড়ানোর বর্ণনাটি তিনি এভাবে দিয়েছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهِ (مِشْكوٰة بَابُ الْقِيَامِ صفحہ ٤٠٣)

অর্থাৎ ঃ "হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে আমাদের মাঝে বসে সব সময় পবিত্র হাদীস বয়ান করতেন। যখন তিনি মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন– তখন আমরাও তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতাম। যে পর্যন্ত না তিনি কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করতেন– সে পর্যন্ত আমরা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকতাম"।

(মিশকাত শরীফ বাবুল কিয়াম পৃষ্ঠা-৪০৩)।

উক্ত হাদীস পরিস্কার বলে দিয়েছে যে, যখনই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন– তখনই সাহাবাগণও আদবের সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়– বরং ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন– যতক্ষণ হুযুরকে দেখা যেতো। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, হুজুরের বিদায়ের পরেও তারা বসতেন না– বরং যতক্ষণ দেখা যেত, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন। এত দীর্ঘ কিয়ামের প্রমান সত্ত্বেও যারা বলে– "কিয়াম করা হারাম ও বিদআত" বা "হুজুর (দঃ) তাঁর জন্য কিয়াম না পছন্দ করতেন" ইত্যাদি– তারা মহাভুলের মধ্যে নিঃপতিত।

উপরে উল্লেখিত দুটি হাদীসে প্রমানিত হলো যে, কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা সম্মানীত ব্যক্তিদের জন্য দাঁড়ানো সুন্নাত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে সাহাবীগণ আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন– যে পর্যন্ত তিনি দৃষ্টির আড়াল না হতেন। এতেও প্রমানিত হয় যে, সাহাবীগণ নবীজীর বিদায়ের পরেও সম্মানার্থে কিয়াম করতেন। কিয়াম যদি না জায়েয হতো অথবা তিনি যদি নিজের জন্য সব সময় কিয়াম না পছন্দ করতেন– তাহলে সাহাবীগণকে নিষেধ করলেন না কেন?

www.sunnibarta.com